বাংলাদেশ শ্রম অধিকার ফোরাম | Bangladesh Labour Rights Forum

সংবাদ বিবৃতি

মহান মে দিবসের আহ্বানঃ করোনা দূর্যোগকালীন সময়ে অপ্রতিষ্ঠানিক ও প্রতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের বাঁচাতে সরকারকে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে

আগামীকাল মহান মে দিবস। এবার আমরা এমন এক সময়ে মে দিবস উদযাপন করতে যাচ্ছি যখন করোনা সংক্রমনের কারণে পৃথিবীর ইতিহাসে শ্রমিকরা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। আইএলও এর মতে করোনার কারণে অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে কর্মরত বিশ্বের প্রায় ১৬০ কোটি মানুষ জীবিকা হারানোর তাৎক্ষনিক ঝুঁকিতে রয়েছে। শ্রমশক্তি জরিপ (২০১৭) অনুযায়ী, দেশের ৮৫ শতাংশ কর্মজীবী লোক এমন অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন। আর করোনাকালীন অবরুদ্ধ সময়ে দেশের কোটি কোটি 'দিন আনে দিন খায়' মানুষ এখন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, ভবিষ্যতে হবেন। যানবাহন শ্রমিক, রিক্সাচালক, নির্মাণ শ্রমিক, ভাসমান ব্যবসায়ী, দোকান শ্রমিক, গৃহশ্রমিক, ক্ষেতমুজরদের রোজগার ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। পর্যাপ্ত রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধাও তাঁদের কাছে কখনোই পৌঁছায় না। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় স্বল্প পরিসরে যে উদ্যোগগুলো আছে, সেখান থেকেও ঠিকমতো সুবিধা পান না তাঁরা। করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত এই অসহায় শ্রমজীবীদের সুরক্ষা দিতে এখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট কোনো ঘোষণা নেই। তাদের কোনও সঞ্চয় নেই, ঋণ পাওয়ারও সুযোগ নেই।

অন্যদিকে আনুষ্ঠানিক শ্রমখাতের কর্মীরাও চরম ঝুঁকির সম্মুখীন। করোনা ভাইরাসের মতো ভয়ঙ্কর মহামারীর সম্মুখীন হয়ে পুরো পৃথিবী যখন লকডাউনে রয়েছে তখনও আমাদের গার্মেন্টস শ্রমিকদের কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। একবার কারখানা বন্ধ করা এবং খুলে দেয়ার মাধ্যমে লাখ লাখ গার্মেন্টস শ্রমিক হয়ারানির শিকার হচ্ছে। এছাড়া বিরাটসংখ্যক কারখানা লে অফ ঘোষণা করা হয়েছে, শ্রমিক ছাটাইও অব্যাহত রয়েছে। আমার মনে করি করোনা সঙ্কটকালে যখন মালিক পক্ষ শ্রমিকদের পাশে দাড়ানোর কথা তখন উল্টো তারা পরিস্থিতির সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করছে। করোনার ক্ষতি কাটাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রপ্তানিমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য ৫ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজের ঘোষণা দিয়েছেন। এই তহবিলের অর্থ দিয়ে কেবল শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধ করা হবে। কিন্তু রিকশা-বাসচালক ও সহকারী, দোকানের সহকারী, হোটেল-রেস্তোরাঁর কর্মীদের মতো অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমজীবীদের জন্য কোনো টাকা বরাদ্দ নেই।

বাংলাদেশ শ্রম অধিকার ফোরাম মনে করে মহান মে দিবসের চেতনাকে সমুন্নত রাখতে হলে আনুষ্ঠানিক ও অনুষ্ঠানিক সব খাতের শ্রমিকদের জীবন ও জীবিকার নিশ্চয়তা জরুরি। এ বিষয়ে সরকারের কাছে আমরা নিম্নোক্ত সুপারিশ জানাচ্ছি

- অনুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের জন্য একটি বিশেষ দুর্যোগকালীন তহবিল গঠন এবং তা থেকে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের সহায়তা করতে হবে;
- অনানুষ্ঠানিক খাতে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের দীর্ঘকালীন সহায়তার অংশ হিসেবে তাদের সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনতে হবে;
- রিকশাচালক, গাড়িচালক, পরিবহনশ্রমিকসহ দিন আনে দিন খায় মানুষের জন্য আপৎকালীন ব্যবস্থা করতে হবে;
- লকডাউন চলাকালীন পর্যন্ত পূর্ণ বেতনসহ সকল কারখানা অবিলম্বে বন্ধ ঘোষণা ও তা বাস্তবায়ন করতে হবে;
- জরুরি প্রয়োজনে চিকিৎসা নিরাপত্তা উপকরণ তৈরির সাথে যুক্ত কারখানা চালু রাখতে হলে সেগুলোতে অবশ্যই কঠোরভাবে স্বাস্থ্য বিধিমালা প্রতিপালন করতে হবে;
- করোনা সঙ্কটকালীন সময়ে অযাচিত কারখানা, লেঅফ, শ্রমিক ছাটাই বন্ধ করতে হবে;
- প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজে যাতে শ্রমিকদের কল্যানে বরাদ্দ থাকে তা নিশ্চিত ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
- পোশাক শ্রমিকদের বকেয়া বেতনসহ অগ্রিম বেতন প্রদান ও আপৎকালীন মাসের জন্য সাপ্তাহিক রেশনিং ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে
- করোনা আপদকালীন সময়ে শ্রমিকদের বাড়ি ভাড়া মওকুফ/বিলম্বিত করার জন্য মালিকপক্ষকে সরকার কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান ও তা বাস্তবায়নে উদ্যোগ নিতে হবে।

ধন্যবাদান্তে

জাকির হোসেন, সদস্য সচিব,
বাংলাদেশ শ্রম অধিকার ফোরাম
০১৭১৩০৮১৮৫২